



335259 - কটে যদি কোনে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় সে যখনই তা দেখবে তখনই কি পুনঃপুন বরকতরে দোয়া হবে?

প্রশ্ন

যদি আমি কোনে কিছু দেখে মুগ্ধ হই সন্ধ্যেরে যতবার আমি দেখিতবারই কি আমাকে ‘আল্লাহুম্মা বারকি’ (হে আল্লাহ! বরকত দনি) বলতে হবে? নাকি প্রথমবার ‘আল্লাহুম্মা বারকি’ বলাই যথেষ্ট? কোনে বার যদি না বলি সন্ধ্যেরে কি আমি গুনাহগার হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম ব্যক্তিকে নরিদশে দিয়েছেন সে যদি তার মুসলিম ভাইদের কোনে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় সে যেনে তাদের জন্য বরকতরে দোয়া করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“যদি তোমাদের কটে তার ভাইয়েরে কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় সে যেনে তার জন্য বরকতরে দোয়া করে”। [মুয়াত্তা মালকে (২/৯৩৯), মুসনাদে আহমাদ (২৫/৩৫৫) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৫০৯)]

নরিদশেসূচক ক্রিয়া পটনঃপুনকিতার অর্থ নরিদশে করে কনি— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রে স্থিরীকৃত সূত্র হলো: যদি নরিদশেসূচক ক্রিয়া পটনঃপুনকিতার লক্ষণগুলো থেকে মুক্ত হয় তাহলে তা পটনঃপুনকিতা দাবী করে না।

শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আস-শানক্বতি বলেন:

“ইমাম মুসলিম তাঁর সহি গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেন। তিনি বলেন: হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর। তখন এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! প্রতি বছর? তিনি চুপ করে থাকলেন। লোকটা কথাটা তিনিবার বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি আমি হ্যাঁ বলি তাহলে ফরয হয়ে যাবে;



কিন্তু তোমরা পালন করতে পারবে না। এরপর বললেন: আমি যবে বিষয়টি এড়িয়ে যাই তোমরাও সটোক এড়িয়ে যাবে। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরো অধিক প্রশ্ন করে ও তাদের নবীদের সাথে মতভেদে করে ধ্বংস হয়েছে। যখন আমি তোমাদেরকে কোন নরিদশে দই তখন তোমরা যতটুকু পার সটো পালন কর। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু থেকে নষিধে করি তখন সটো বর্জন কর।[সমাপ্ত]

এই হাদিসেরে প্রমাণবহ কথাটুকু হল: “হে লোকসকল! আল্লাহ্ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর।” অনুরূপ হাদিস ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলমিও সংকলন করছেন। এই হাদিস দিয়ে দলিল দয়ো হয় যে, পটৌনঃপুনকিতার লক্ষণমুক্ত নরিদশে পটৌনঃপুনকিতা দাবী করে না; যমেনটি উসুলুল ফকিহ শাস্ত্রেরে স্থায়ীকৃত।”[আযওয়াউল বায়ান (৫/৭৪) থেকে সমাপ্ত]

তবে যদি পটৌনঃপুনকিতার লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তাহলে এই লক্ষণগুলোর আলকোকে পটৌনঃপুনকিতা অনবির্ষ হয়। এর উদাহরণ হচ্চে যদি নরিদশেকে কোন শরত এবং নরিদশেটিকে অনবির্ষকারী কোন হতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় সকেষতেরে শরয়িতদাতার প্রজ্ঞার দাবী হচ্চে শরয়ি হতৌ পাওয়া গলেই নরিদশেতি কর্মটির পুনরাবৃত্তি করা।

ইবনুল লাহ্হাম (রহঃ) বলেন:

“শরয়িতপ্রণতো প্রজ্ঞাবান; তার ক্ষতেরে স্ববরিধেতি নাজায়যে। তাই তিনি যখন কোন বধিান দনে এবং সেই বধিানকে কোন হতের সাথে সম্পৃক্ত করেনে তখন আমরা জানতে পারি যবে, যখনই ঐ হতৌটি পাওয়া যাবে তখনই তিনি এই বধিানটি আরোপ করেনে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।”[আল-কাওয়াদে ওয়াল ফাওয়াদে আল-উসুলয়িযাহ (পৃষ্ঠা-২৪০) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববর্তী হাদিসে বরকতেরে দয়ো করার নরিদশেকে বমিগ্ধতার অস্তিত্বেরে সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর দাবী হচ্চে পুনঃপুন দখোর মাধ্যমে বমিগ্ধতা অর্জতি হলে পুনঃপুন দয়ো করা।

দুই:

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বরকতেরে দয়ো করেনি; বাহ্যতঃ যা প্রতীয়মান হয় সটো হলো দৃষ্টদিনকারীর দুটো অবস্থা:

১। সে ব্যক্তি শিক্তশিলী বমিগ্ধতার গুণধারী হওয়া। যার ফলে সে তার ভাইকে বদনযরে আক্রান্ত করার ভয় করে। এমনটি হলে তার উপর বরকতেরে দয়ো করা ওয়াজবি। যহেতৌ মুসলমি ভাইদেরে অনষ্টি করা থেকে বরিত থাকা একজন মুসলমিরে উপর আবশ্যক।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“যদি কোন নযরদানকারী তার দৃষ্টির দ্বারা ক্ষতিকা ও দৃষ্টি প্রদত্ত ব্যক্তিকে আক্রান্ত করার আশংকা করে তাহলে সে



যনে **اللهم بارك عليه** (হে আল্লাহ্ তাকে বরকতময় করুন) বলার মাধ্যমে তার ক্ৰতকি প্ৰতহিত করে। যমেনভিবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরে বনি রাবীআ'কে বলছিলেন যখন তিনি সাহল বনি হানীফকে নযরগ্ৰস্ত করছিলেন: তুমি যদি 'আল্লাহুম্মা বারকি আলাইহি' বলতে।"[যাদুল মাআ'দ (৪/১৫৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) এটি বলা ওয়াজবি বলছেন; তিনি বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **أَلَا بَرَكْتَ** (তুমি বরকতের দোয়া করত) প্ৰমাণ করে যে, যদি নযরদানকারী ব্যক্তি বরকতের দোয়া করে তাহলে তার নযর ক্ৰতকি করে না ও সীমা অতিক্ৰম করে না। বরঞ্চ যখন ব্যক্তি বরকতের দোয়া করে না তখন নযর সীমা অতিক্ৰম করে। তাই প্ৰত্যকে যে ব্যক্তি কোন কিছু দেখে বমিগ্ধ হয় তার উপর ওয়াজবি বরকতের দোয়া করা। কারণ সে যখন বরকতের দোয়া করে তখন সে অনষ্টিকে প্ৰতহিত করে; এর ব্যত্যয় ঘটবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ [আত্-তামহীদ (৬/২৪০-২৪১) থেকে সমাপ্ত]

কুরতুবী (রহঃ) তাঁর তাফসরিগ্ৰন্থে (১১/৪০১) ইবনে আব্দুল বাররকে অনুসরণ করছেন, অনুরূপভাবে ইবনুল মুলাক্কনিও 'আত্-তাওয়াহি' গ্ৰন্থে (২৭/৪০১) এই মত উল্লেখ করছেন।

২। যদি ব্যক্তি নযর লাগানোর জন্য প্ৰসদিধ না হয়, নিজের থেকে ক্ৰতকি কোন ভয় না করে, নযরের মাধ্যমে তার ভাইকে ক্ৰতগ্ৰস্ত করার আশংকা না করে তদুপর বরকতের দোয়া করা শরয়ি বধিান। যহেতু এটি তার ভাইদের প্ৰতি ইহসান। তবে এই অবস্থায় বরকতের দোয়া করাকে কটে ওয়াজবি বলছেন মর্মে আমরা পাইনি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।